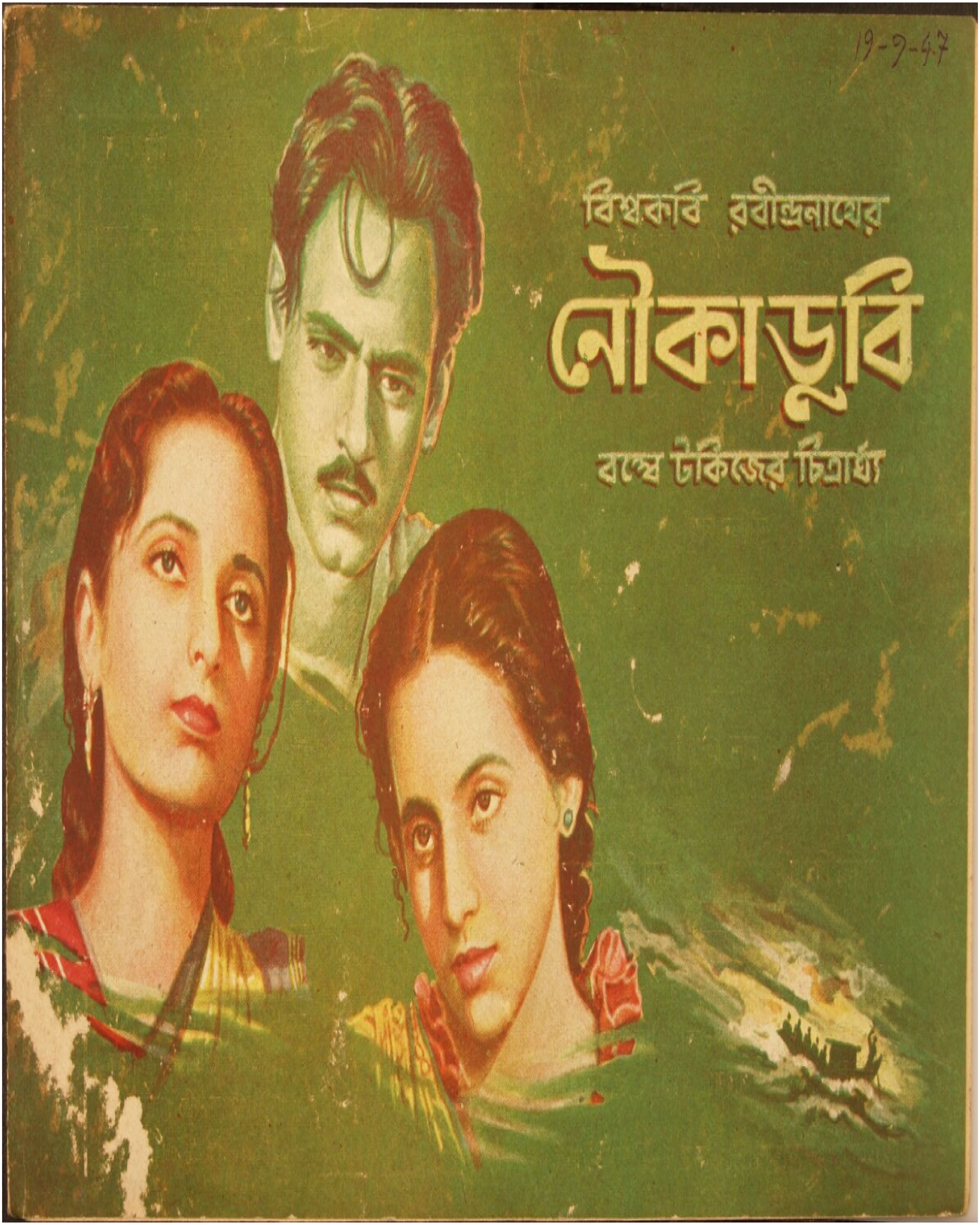
19-7-47
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের
নৌকাডুবি
বম্বে টকিজের চিত্রার্ঘ্য

বম্বে টকিজ

নিবেদিত

প্রথম বাংলা চিত্রার্ঘ্য

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর উপন্যাস

নৌকাডুবি

পরিচালনা

নীতিন বসু

চিত্রনাট্য

সজনী দাস

প্রযোজনা

হিতেন চৌধুরী

সুর-পরিচালনা — অনিল বিশ্বাস

রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক — অনাদি দস্তিদার

চরিত্র চিত্রণে

মীরা সরকার, অভি ভট্টাচার্য্য, মীরা মিশ্র, পাহাড়ী, বিমান, শ্যাম লাহা, মণি চ্যাটার্জ্জী, প্রীতি মজুমদার, সুহাসিনী দেবী, গায়ত্রী দেবী, প্রভৃতি।

পরিবেশক :—মান্সাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

সহকারী পরিচালক	— শৈলেন বসু ও জওয়ার হসেন।
চিত্র-শিল্পী	— রাধিকা কর্মকার।
সহকারী	— তারা দত্ত, কেষ্ট মুখার্জ্জী, রমেশ গুপ্ত, ও কে দত্তরাম।
শব্দশিল্পী	— মুকুল বসু।
সহকারী	— এ জি ডিসুজা।
সম্পাদনা	— কালী রাহা।
সহকারী	— বিমল রায়।
কারুশিল্পী	— রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
সহকারী	— গণেশ বসাক।
পটসজ্জা	— এ আর কাক্কর।
সহকারী	— ডমনিক বেগেলো ও ডি এম চওয়ারকর।
রসায়নকার্য্য	— জ্ঞান নন্দী।
সহকারী	— এল রড্রিগস।
ব্যবস্থাপনা	— এস গুরুস্বামী।
সহকারী	— শ্যাম কাজেরী ও এম কে শেট্টী।
সাজসজ্জা	— সতী দেবী, সফোদাস, আর আর বলমারা ও কিসমজিকর।
প্রসাধন	— এম এম কানাড়ে, আশু বাবু, বি পেরেরা, ওয়াহেদ আলি ও কে ভি মোরে।
ধারাবর্ণন	— হরিসাধন ভট্টাচার্য্য।

নৌকাডুবি

জীবনে ভালবাসার মর্যাদা চিরদিনই আছে। বাধা বিপত্তির মধ্যে যে ভালবাসার জন্ম তা চির অমর।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোলকাতায় এই গল্পের সুরু। সদ্য ওকালতী পাশ করা চমৎকার ছেলে রমেশ বুদ্ধিমতী আধুনিকা ব্রাহ্ম যুবতী হেমনলিনীর সংগে প্রেম পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু হেমনলিনীর কৃপাপ্রার্থী অক্ষয় কৃপাকণা লাভে ব্যর্থ হয়ে রমেশের বাবাকে এই সংবাদ দেয় ও রমেশের বাবা তাকে দেশে এনে একটি গ্রাম্য বালিকার সংগে তার বিয়ে দেন।

বিয়ের পরের দিন যখন তারা নদীপথে ঘরে ফিরছিলো তখন ভীষণ ঝড়ে তাদের নৌকা জলমগ্ন হয় এবং রমেশ জ্ঞান-লাভের পর দেখে যে নদীর চড়ায় শুয়ে আছে পাশে নব পরিণীতা বধূ। বিয়ের রাত্রে রাগে সে স্ত্রীর মুখ দেখেনি তাই তাকে চিনতে পারলোনা—কিন্তু পরে জানলো যে সেও একটি সদ্য জলমগ্না নব-বিবাহিতা অন্যের স্ত্রী। রমেশের মনে আশার সঞ্চার হয়। সে ভাবে কমলার স্বামীকে খুঁজে বার করে তার হাতে কমলাকে তুলে দিতে পারলেই সে বন্ধন মুক্ত হবে। তখন হয়ত হেমনলিনীকে পাবার পথে আর কোনও বাধাই থাকবেনা। রমেশ কমলার স্বামীর খোঁজে তৎপর হয় এবং কমলাকে কোলকাতার একটী স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেয়।

রমেশ তার প্রেমের ছিন্ন-সূত্রটি যত্নে তুলে নিয়ে তাকে জোড়া দেবার কাজে লেগে যায়। কমলার স্বামীকে সে খুঁজে বার করবেই এই ভেবে শেষে সে হেমনলিনীকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু অক্ষয় মিথ্যা অপবাদে তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করে। রমেশ বিরক্ত হয়ে কমলাকে নিয়ে গাজিপুরে স্থায়ী বাসা বাঁধতে চলে যায়। কমলার স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে শেষে কমলাকে নিজেই বিয়ে করতে সংকল্প করে এবং হেমনলিনীকে সমস্ত কথা জানিয়ে একটী পত্র লেখে—সে পত্রটী হঠাৎ কমলার হাতে পড়ে। নিজের জীবনী জানতে পেরে কমলা লুকিয়ে কাশী চলে যায়।

এদিকে হেমনলিনী নলিনাক্ষনামে একজনের সংগে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে স্থির করে। পরে ঘটনাচক্রে জানা যায় এই নলিনাক্ষই কমলার স্বামী।

রমেশের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অক্ষয় কমলার খোঁজে কাশী যায় কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় ও বিপরীত ফল প্রসব করে। শেষে কমলা তার স্বামী নলিনাক্ষকে লাভ করে আর রমেশ পায় হেমনলিনীকে পত্নীরূপে।

গান—রবীন্দ্রনাথ

(১)

(প্রথম ভাগ)

ওগো দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন পাতার পুলক ছাওয়া
পরশ খানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেয়ে গো।
আহা—এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

(২য় ভাগ)

ওগো দখিন হাওয়া………
পথের ধারে আমার বাসা
জানি তোমার আসা যাওয়া
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে গো—
আহা—কানে কানে একটি কথা
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

মাঝিদের গান—অনিল বিশ্বাস

(২)

বদর গাজী বদর

বদর বদর ভাই গাজী গাজী বল ভাই
গাজী তুমি ধইরো হাল
তোমার নামে বুক বাধিয়া তুইলা দিলাম পাল
ওরে হাল ধইরো হাল ধইরোরে গাজী—
হাল ধইরো।
ওরে তুমি মালিক তুমি সাথাৎ
তুমিরে বন্ধু ভাই।
উজান বাকে তুফান আইলে
পার যেন রে পাই।
ভবনদী বিষম নদীরে
আমি মূঢ় মতি।
তোমার চরণ বিনেরে
দয়াল, আর কি আছে গতি।
বাজের ডাকে আইলে তুফান
যাবে কইরা ভর—
ওরে বদন ভরিয়া বল—
বদর বদর গাজী বদর বদর
হেইয়া হো হেইয়া……।

(৩)

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই নামল—
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই থামল,
মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়
অর্পিনু হাতে তার
আর মোর খেদ নাই।
বহুদিন বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কি আশা
চক্ষের নিমেষেই মিটল যে পরশের পিয়াসা।
এতদিনে জানলেম
যে কাঁদনে কাঁদলেম
সে কাহার জন্য
ধন্য এ জাগরণ
ধন্য এ ক্রন্দন
ধন্য রে ধন্য।

(৪)

ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরাণ খুলে—
দেখব কেমন রয়সে ভুলে।
সে ডাক বেড়াক বনে বনে
সে ডাক শুধাক জনে জনে
সে ডাক দুঃখে সুখে ফিরুক দুলে।
স খি সকালে রাত্রি বেলায় ক্ষণে ক্ষণে,
একলা বসে ডাক দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরি ডাকুক তারে
শ্রবণ বসুক পথের ধারে
থাকনা সে ডাক গলায় গাঁথা মালার
ফুলে!

(৫)

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে—
অনেক দূরে গেছে বেঁকে
আমার ফুলে আর কি করে
তোমার মালা গাঁথা হবে
তোমার বাঁশী—দূরের হাওয়ায়
কেঁদে বাজে কারে ডেকে।
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে
বসি পথের তরু ছায়ে।
সাথী হারার গোপন ব্যথা
বলব যারে সেজন কোথা।
পথিকরা যায় আপন মনে
আমারে যায় পিছে রেখে।

(৬)

আমি যে আর সইতে পারিনে
সুরে বাজে মনের মাঝে গো,
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।
হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথা ভরা ফুলের ভরে গো।
আমি যে আর বইতে পারিনে!
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো—
পুলক লাগা আকুল মর্ম্মরে।
কোন গুণী আজ উদাস প্রাতে,
মীড় দিয়েছ কোন বীণাতে গো—
ঘরেতে আর রইতে পারিনে
আমি যে আর সইতে পারিনে।

(৭)

বাকী আমি রাখবনা কিছুই
তোমার চলার পথে ছেয়ে দেব ভুঁই
ওগো মোহন তোমার উত্তরীয়
গন্ধে গন্ধে ভরে নিও।
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই।

(৮)

আমার নয়ন তোমার নয়ন তলে
মনের কথা খোঁজে—
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও—যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায়না সাড়া মনের মত।
অবুঝ হ'য়ে রয়সে চেয়ে অশ্রুধারায় মজে।
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে
এই যে আমি মালা আনি তার বাণী কেউ শোনে।
পথ দিয়ে যাই যেতে যেতে
হাওয়ায় বাধা দেই যে পেতে।
বাঁশী বিছায় বিষাদ ছায়া তার ভাষা কেউ বোঝে।

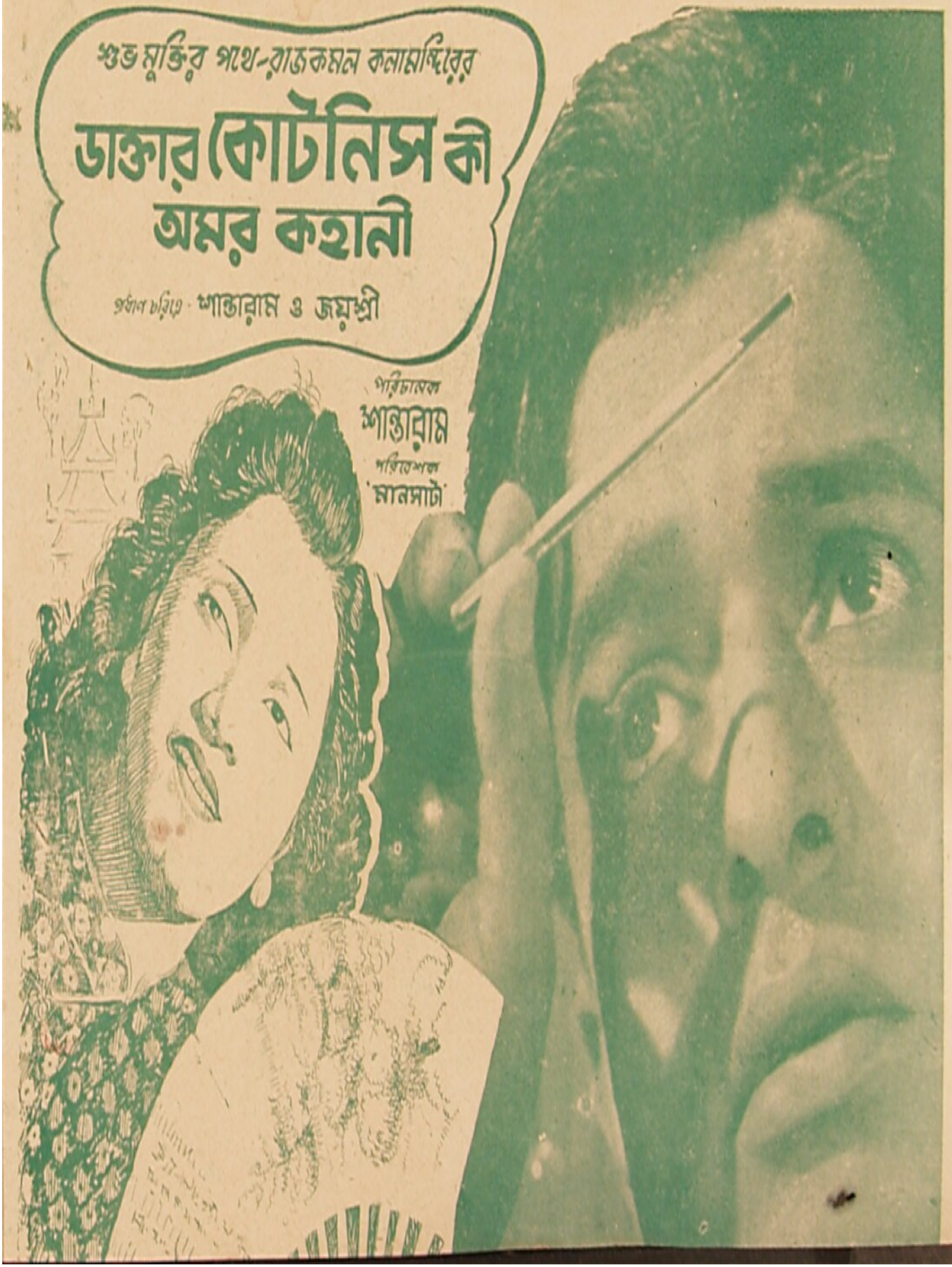

মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স' এর তরফ হইতে শিশুকুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

আপনার রুচি

কেশ তেলের সঠিক নির্ব্বাচন থেকেই আপনার রুচি জ্ঞানের পাবে পরিপূর্ণ বিকাশ এবং যখনই আপনি নির্ব্বাচন করবেন "শ্রীকল্যাণের" মত এমন একটী কেশকলাপ যা' নাকি আপনার কেশের শ্রী ও কমনীয়তাকে বাড়িয়ে তুলবে তখই বুঝতে হবে আপনার ভেতরে আছে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি। শ্রীকল্যাণ তেল যে কেশ সৌন্দর্য্যের সহজ উদ্দীপন একথা ব্যবহারের পর আপনিও হয়ত স্বীকার করবেন।

কেম. কেমিক্যাল : কলিকাতা

COMARTS-II